জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সপ্তবিংশ/২৭তম সভার কার্যবিবরণী

৮/৫/৯৫ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির ২৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি কমিটির উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো। সভায় আলোচিত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

আলোচ্য বিষয় ১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৯/২/৯৫ ইং তারিখের ১৯৪ (২০) নং স্মারকে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর ২৬তম সভার কার্যবিবরণী কমিটির সদস্যগণের নিকট বিতরণ করা হয়। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এর ওপর কোন সদস্যের নিকট থেকে মন্তব্য বা আপত্তি পাওয়া যায়নি। তবে সভার দিন লিখিতভাবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) জানান যে মাঠ মূল্যায়ন সম্বন্ধে সভাপতি এবং তাঁর বক্তব্য সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং কার্যবিবরণীতে ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, এর বক্তব্যে " বিএআরসিতে তহবিলসহ একটি মূল্যায়ন সেল খোলা যেতে পারে" এবং "মৌসুমী/এনুয়াল শস্যের ক্ষেত্রে একবার ও পেরেনিয়াল/রেটুন শস্যের জন্য দুই বার মাঠ মূল্যায়ন করলেই যথেষ্ট হবে"। এ কথাগুলো প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ কারণে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) কারিগরি কমিটির ২৬তম সভার আলোচ্য বিষয়-১ অনুচ্ছেদে ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি এর বক্তব্য সংশোধন করে নিম্নরুপ করা হলো ঃ "মাঠ মূল্যায়নের জন্য বিএআরসি তে তহবিলসহ একটি মূল্যায়ন সেল খোলা যেতে পারে, মূল্যায়ন টিমের নেতার দায়িত্ব সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি কে দেয়া হলে কাজের সুবিধে হবে। মূল্যায়ন ছকপত্র অনুযায়ী তিন ধাপে মূল্যায়নের পরিবর্তে এ্যানুয়াল/মৌসুমী শস্যের ক্ষেত্রে এক ধাপে করতে হবে এবং পেরেনিয়াল/রেটুন শস্যের জন্য দুই বারে মাঠ মূল্যায়ন করলেই যথেষ্ট হবে। অন্যথায় মূল্যায়ন কার্যক্রম ম্যানেজ করা কঠিন হবে"।

খ) কোন আপত্তি না থাকায় ২৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২৬তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

কারিগরি কমিটির ২৬তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ সদস্য সচিব সভায় পড়ে শুনান। চেয়ারম্যান মহোদয় সিদ্ধান্ত গুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর সদস্যদের মতামত আহ্বান করলে সদস্যগণ এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিবরণ ও সিদ্ধান্ত নিম্নে ২.১ হতে ২.৫ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো ঃ

২.১ সুপারিশ অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি কে কারিগরি সদস্য নিয়োগ, আখের দু'টি ও, পেয়ারার একটি জাতের অনুমোদন এবং বীজের লট সাইজ ও পরীক্ষাগারে বিজাত নির্ণয় পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) কারিগরি কমিটির উক্ত প্রস্তাবগুলো জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন করায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নবাগত সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি কে স্বাগত জানান হয়।

২.২ কারিগরি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়োগ।

জাতীয় বীজ বোর্ড কারিগরি কমিটিতে একজন কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করে দিয়েছে। কারিগরি কমিটির ২৫তম সভায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কৃষক সংগঠন হিসেবে সুনির্দিষ্ট কিছু না থাকায় বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীদের একটি প্যানেল তৈরী এবং আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীকে কমিটির সভায় আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ উদ্দেশ্যে প্যানেল তৈরী করতে গিয়ে দেখা যায় পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীদের নামের ঘোষণা হাল নাগাদ অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে না এবং দূরদূরান্তে চাষীদের আমন্ত্রণ করে এনে তাদের জন্য খরচ মেটানোর তহবিল কারিগরি কমিটির নেই। অনেক সদস্যই মনে করেন জাতীয় পর্যায়ের এরুপ একটি কারিগরি বিষয়ে সুপারিশ তৈরীর কমিটিতে চাষীদের অংশগ্রহণে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত। এগুলো বিবেচনা করে কারিগরী কমিটির ২৬তম সভায় ২৫তম সভার সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডকে কারিগরি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি না রাখার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সদস্য পদটি বাদ দেয়ার প্রস্তাব অনুমোদন না করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্য হতে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচনের অনুরোধ করে। সে প্রেক্ষিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। তালিকাটি পর্যালোচনা করে দেখার

জন্য সভায় পেশ করা হয়। কমিটির উপস্থিত প্রায় সকল সদস্যই কারিগরি কমিটিতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীদের মধ্য হতে প্রতিনিধি নিয়োগে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে না বরং নানা অসুবিধা হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটিতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত চাষীদের পরিবর্তে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য কৃষক সংগঠনের উপযুক্ত প্রতিনিধি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঠিক করে সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটিকে অতিসত্ত্বর জানিয়ে দেবে।

২.৩ মূল্যায়ন টিমের কার্যক্রম।

কারিগরি কমিটির ২৬তম সভায় সময়মত ও নিয়মানুযায়ী মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য মূল্যায়ন টিমের দলনেতাকে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভায় আলোচনা এবং সময়মত পদ্ধতি অনুযায়ী মাঠ পরিদর্শন করে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কাজের সুবিধার্থে জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নয়টি অঞ্চলের জন্য ইতোমধ্যে নয়টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নয়টি কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের দ্বারা কাজটি করা কঠিন হবে বলে কোন কোন সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন। ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে জাত মূল্যায়নের জন্য বিএআরসির অধীনে প্রয়োজনীয় তহবিলসহ একটি কোষ স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে। ডিএই এর ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক জনাব নাসির উদ্দিন ভূইয়া বলেন নয়টি দলের পরিবর্তে পূর্বের মত কেন্দ্রীয় ভাবে একক দলের মাধ্যমেই মূল্যায়ন কাজ করা ভাল হবে। বিনার (বিআইএনএ) পরিচালক ডঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ বলেন যে, অঞ্চলভিত্তিক কমিটির দলনেতাদের মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণের পরিবর্তে পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে হতে পারে। ইক্ষু গবেষণার পরিচালক ডঃ এরফান আলী সাহেবও অনুরূপ মত পোষণ করেন। বীজ উইং এর ডঃ নজমুল হুদা অঞ্চলভিত্তিক অনুমোদিত নয়টি মাঠ মূল্যায়ন দলকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। যদি এ ব্যবস্থায় পূর্বের মত অসুবিধে হয় তখন প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাবে বলে মত দেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) মূল্যায়নের কাজ জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপাতত নয়টি অঞ্চল ভিত্তিক অনুমোদিত মাঠ মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমেই চালু থাকবে এবং অনুমোদিত মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী মাঠ মূল্যায়নের কাজ চলবে। তবে দলনেতাগণ মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই বরাবরে প্রেরণ করবেন। তিনি অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন যাচাই করে মতামতসহ সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

খ) মাঠ মূল্যায়নের কাজ অধিকতর সঠিকভাবে এবং দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তীতে বিএআরসির অধীনে প্রয়োজনীয় তহবিলসহ একটি মাঠ মূল্যায়ন কোষ তৈরী করা যেতে পারে এবং এর জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব বিএআরসি সরকারের নিকট পেশ করতে পারে।

২.৪ ধানের বিভিন্ন জাতের বর্তমান আবাদের স্ট্যাটাস রিপোর্ট।

ধানের বিভিন্ন জাতের বর্তমান আবাদ স্ট্যাটাস রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি প্রণয়ন করে দাখিল করেছে। এ রিপোর্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১৯৯৩-৯৪ সনের ধানের সারাদেশের আবাদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। সভায় প্রতিবেদনটি আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ডঃ নজমুল হুদা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ধানের জাতের অনুমোদিত তালিকা হতে সর্বনিম্ন আবাদ পর্যায়ের কিছু জাত বাদ দেওয়ার কথা তোলেন। অন্য সদস্যগণ রিপোর্টটি শুধু জ্ঞাতার্থে বিতরণের পক্ষে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) ধানের বিভিন্ন জাতের আবাদের স্ট্যাটাস রিপোর্ট অনুমোদন করা হলো। রিপোর্টটি সদস্যদের জ্ঞাতার্থে বিতরণ করা হবে।

২.৫ বীজ মান পুনঃ নির্ধারণ।

কারিগরি কমিটির ২৫তম সভায় ফসলের বীজ মান পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে যে উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে তার একটি সভা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে উপ-কমিটি ধান, গম ও পাট ফসলের মান তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত রেখেছে। তারা কাজটি করার জন্য আরও সময় লাগবে বলে মনে করেন। সভায় আলোচনাকালে উপস্থিত সদস্যগণ উপ-কমিটিতে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র ও ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে প্রতিনিধি নিয়োগ প্রয়োজন বলে মনে করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ উপ-কমিটিতে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র হতে একজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। উপ কমিটিকে পরবর্তী কারিগরি কমিটির মিটিং এর পূর্বে প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট দাখিলের অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বেসরকারী পর্যায়ে বীজ প্রত্যয়ন।

বেসরকারী পর্যায় হতে বীজ প্রত্যয়নের অনুরোধ বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট আসছে। বর্তমান বীজ আইন-১৯৭৭, বীজ বিধি-১৯৮০ এবং বীজ নীতি,এর বিভিন্ন ধারা ও অনুচ্ছেদে স্বেচ্ছাভিত্তিক প্রত্যয়ন প্রদানের বিধান আছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩১/১০/৮৯ তারিখের ২৫তম সভায় বীজ কর্পোরেশন কর্তৃক নীতি নির্ধারণের পর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বেসরকারী পর্যায়ে প্রত্যয়নের কাজ করতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর প্রতিনিধি ডঃ নজমুল হুদার নিকট মতামত জানতে চাইলে তিনি বীজ আইন ও বীজ নীতিতে প্রত্যয়নের সংস্থান আছে এবং এখন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বেসরকারী পর্যায়ে প্রত্যয়নের কাজ শুরু করতে পারে বলে মত দেন। অন্যান্য সদস্যগণ ও তাঁর মতামত সমর্থন করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জানান যে, প্রত্যয়ন কাজ শুরু করতে হলে বীজ আইনে ফসল প্রত্যয়নের জন্য আবেদন প্রতি ২৫/= টাকা এবং বীজ পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রতি ৫/= টাকা ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে আদায়ের বিধান আছে। এই ফি আদায় করতে হলেও কারিগরি কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। এ বিষয়ে সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বেসরকারী পর্যায়ের বীজ প্রত্যয়নের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে তার সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যয়ন কাজ শুরু করার অনুমোদন দেয়ার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

খ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে প্রত্যয়ন সেবার বিনিময়ে বীজ বিধিতে নির্ধারিত ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে গ্রহণ করার পক্ষে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪ ঃ ব্রিডার সীডের প্রত্যয়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভার ৭ (১) সিদ্ধান্তে বীজ আইন ও বীজ নীতি অনুযায়ী ব্রিডার সীড প্রত্যয়নের বিষয়টি কারিগরি কমিটিতে আলোচনা করে নির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়। এ বিষয়ে সভার চেয়ারম্যান মহোদয় বীজ উইং এর প্রতিনিধি ডঃ নজমুল হুদার নিকট থেকে পটভূমি জানতে চান। তিনি জানান যে নিয়মানুযায়ী ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হতে হবে এবং প্রত্যয়নের দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'কে দেয়া আছে। তবে বর্তমানে ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হচ্ছে না। যার ফলে আইন অনুযায়ী ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নে অসুবিধে হচ্ছে। ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন ব্রিডার সীড প্রত্যয়নের কাজ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পক্ষে সম্ভব নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হচ্ছে না। বিনার পরিচালক সদস্য ডঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ বলেন ব্রিডার সীড বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যয়নের দরকার নেই। ডঃ লুৎফর রহমান, বলেন ব্রিডার সীডের প্রত্যয়ন বিশ্বের কোথাও হয় না সেখানে বাংলাদেশে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ব্রিডার সীড প্রত্যয়নের প্রশ্নই ওঠে না। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরং ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নের কাজ শুরু করতে পারে। এ পর্যায়ে জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন এসসিএ ১৯৭৬ সন থেকে ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নের কাজ করে আসছে। বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ধান,গম,পাট এর ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন কাজ করতে সক্ষম। ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন না হলে ঐ অ-প্রত্যায়িত ব্রিডার সীড হতে পরবর্তী পর্যায়ে ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন দেশের আইন অনুযায়ী করা যায় না। কাজেই ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন অবশ্যই হওয়া দরকার। তাছাড়া মাঝে মাঝে নিম্ন মানের বীজ ব্রিডার সীড হিসেবে বিএডিসিকে সরবরাহ করা হয়েছে। ইক্ষু গবেষণার পরিচালক ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী বলেন ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। অন্যথায় ভাল ভিত্তি বীজ বর্ধন হবে না। অনেক সদস্যই ব্রিডার সীড প্রত্যয়নের বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনান্তে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন হতে হবে।

গ) ব্রিডার সীডকে কিভাবে প্রত্যয়ন করবে তার নির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরীর জন্য ডঃ নজমুল হুদা, বীজ উইং কে আহ্বায়ক করে এবং ডঃ লুৎফর রহমান, বিএইউ ও ডঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ, বিনা কে সদস্য করে একটি উপ-কমিটি তৈরী করা হলো। উক্ত কমিটি অতিসত্ত্বর এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব বরাবরে পেশ করবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বার্লি ও কেনাফ ফসলের মাঠ মান ও বীজমান।

বর্তমানে বার্লি ও কেনাফ ফসলের মাঠ মান ও বীজ মান নির্ধারিত নেই। এ দু'টি ফসলের গবেষকগণ জাত ছাড়করণের আবেদনের সংগে মাঠ ও বীজ মানের প্রস্তাব নিয়মানুযায়ী করেছিলেন। যথাসময়ে ফসল দু'টির জাত ছাড়করণ হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত মান অনুমোদন এখনও বাকী আছে। নিয়মানুযায়ী কোন ফসলের প্রথম জাত ছাড়করণের সময় এর মাঠ ও বীজমান অনুমোদন হওয়ার কথা। বার্লি ও কেনাফ ফসলের প্রস্তাবিত মাঠ ও বীজ মানের বিষয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সকল সদস্য প্রস্তাব দু'টি অনুমোদনের পক্ষে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বার্লি ও কেনাফ ফসলের প্রস্তাবিত মাঠ ও বীজমান অনুমোদন করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ ফসলের জাত ছাড়করণ।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাট, ডাল ও ধান ফসলের মোট ৭ (সাত) টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রার্থী জাতগুলোর আবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৬.১ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের পাট ও কেনাফ ফসলের জাত অনুমোদন।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট ও কেনাফ ফসলের চারটি জাত অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছে। প্রার্থী জাতগুলোর গুণাবলী সভায় আলোচনা করা হয়। এদের বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৬.১.১ বিজেআরআই তোষা পাট-৩ (ও এম-১)।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উগান্ডা হতে 'ও এম-১' জাতটি সংগ্রহ করে শুদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করেছেন। এ জাতটি ও-৯৮৯৭ জাতের মত চৈত্র মাসে সমগ্র বাংলাদেশে আবাদযোগ্য। আঁশের ফলন ও-৯৮৯৭ এর চেয়ে ২% বেশী এবং আঁশের মান তুলনামূলকভাবে উন্নত। রোগবালাই কম হয়। নীচু ও মধ্যম জমিতে আবাদ চলে। গাছের ফুল ও ফলের বৈশিষ্ট ও-৯৮৯৭ এর মতই। নাবী (খরিফ-২) আবাদ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। বীজের রং অন্য সকল তোষা পাটের মত নীলাভ নয়, দেশী পাট বীজের মত কালচে বাদামী রংয়ের। সভায় সদস্যগণ জাতটি আশু বপনযোগ্য এবং আঁশের উন্নত মানের জন্য সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৬.১.২ বিজেআরআই দেশী পাট-৫ (বিজেসি ৭৩৭০) ঃ

জাতটি ডি-১৫৪ ও সি সি-৪৫ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। এ জাতের পাট সারাদেশে খরিফ-১ মৌসুমে আবাদযোগ্য। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হতে বপন করা যায় এবং এর আঁশ ১০৫-১১৫ দিনে বাত্তি হয়। আঁশের ফলন সি সি-৪৫ অপেক্ষা ৭% বেশী। এ জাতের বিশেষ সুবিধা হলো সহজে বীজ উৎপাদন করা যায়। আগাম ফুল আসে না, কান্ড পচা ও এনথ্রাক্স রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশী। উপস্থিত সদস্যগণ প্রার্থী জাতের গুণাবলী পর্যালোচনা করে ইতিপূর্বের অনুমোদিত জাতের চেয়ে অধিক সম্ভাবনাময় বিবেচনা করে ছাড়ের জন্য সুপারিশ করেন।

৬.১.৩ বিজেআরআই দেশী পাট-৬ (বিজেসি-৮৩) ঃ

জাতটি সিভিএল-১ ও ফুলেশ্বরী জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। এ জাত খরিফ-১ মৌসুমে সারাদেশে আবাদযোগ্য। এর ফলন, গাছের বৈশিষ্ট সিভিএল-১ এর অনুরুপ। তবে পাতার কিনার ঢেউ খেলান হওয়ায় সিভিএল-১ হতে আলাদা করা যায়। রোগ সহনশীলতা সিভিএল-১ অপেক্ষা বেশী। সহজে বীজ উৎপাদন করা যায়। জাতটির বিশেষ গুণ হচ্ছে এর জীবনকাল ১০-১৫ দিন অর্থাৎ সিভিএল-১ অপেক্ষা ৩০-৪০ দিন কম, গাছের গড় উচ্চতা বেশী এবং দ্রুত বর্ধনশীল। সভায় এর গুণাবলী নিয়ে আলোচনা হয় এবং সল্প মেয়াদী জাত হিসেবে ছাড়ের জন্য সদস্যগণ সুপারিশ করেন।

৬.১.৪ বিজেআরআই কেনাফ-২ (এইচ সি-৯৫) ঃ

ইরান থেকে সংগৃহীত আর ৪২৮ লাইন এর একক গাছ নির্বাচন ও বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতিতে এ জাতটি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছেন। জাতটি পাহাড়ী ঢালু জমি, হাওড় ও চরাঞ্চলের অনুর্বর বেলে জমি এবং উপকূলীয় মাঝারি লবনাক্ত জমিতে আবাদ উপযোগী। চৈত্রের প্রথম হতেই বপন করা যায় এবং ১২০-১৫০ দিনে আঁশ বাত্তি হয়। ফলন এইচ-সি-২ অপেক্ষ ৩.৮৭% বেশী (গড়ে ৩.১১ টন/হেঃ) এবং আগাম বপণে তুলনামূলকভাবে ভাল ফলন হয়। মধ্যম মানের ছত্রাক ও নিমাটোড রোগ সহিষ্ণু। জাতটির গাছের বৈশিষ্ট দেখে এইচ-সি-২ জাত হতে আলাদা করা যায়। সহজে বীজ উৎপাদন করা যায়। সকল সদস্য এ জাতের আবাদ উপযোগিতা ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য ছাড়করণের পক্ষে মত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বিজেআরআই তোষা পাট-৩, বিজেআরআই দেশী পাট-৫, বিজেআরআই দেশী পাট-৬ এবং বিজেআরআই কেনাফ-২ জাতগুলো অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো।

৬.২ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খেসারীর জাত অনুমোদন।

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট খেসারী ফসলের দু'টি জাত ছাড়করণের আবেদন করেছে। প্রার্থী জাত দু'টির গুণাবলী সভায় আলোচনা করা হয়। এদের বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হলো ।

৬.২.১ বারি খেসারী-১ (৮৬০৩) ঃ

বাংলদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ডাল গবেষণা কেন্দ্র ভারতীয় নীল বড়ফুলের কম বিষাক্ততা সম্পন্ন এবং নাম অজানা এক সাদা বড় ফুলের বেশী বিষাক্ততা সম্পন্ন জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করেছে। জাতটি সারাদেশে রবি মৌসুমে আবাদ করা যাবে। এর জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন, স্থানীয় জাতের সমান। বীজ বেশ বড় এবং ডালে বিষাক্ত রাসায়নিকের

পরিমাণ (BOM) ০.০১৩৭ মিঃ গ্রাম/ গ্রাম বা স্থানীয় জাত অপেক্ষা ৭৪.৫% কম। ফলন সরকারী গবেষণা খামারে স্থানীয় জাতের চেয়ে ৪০% বেশী হলেও অনফার্ম ট্রায়ালে স্থানীয় জাতের প্রায় সমান।

৬.২.২ বারি খেসারী-২ (৮৬১২) ঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডাল গবেষণা কেন্দ্র ভারতীয় নীল বড় ফুলের কম বিষাক্ততা সম্পন্ন এবং নাম অজানা সাদা বড় ফুলের বেশী বিষাক্ত দু'টি জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছে। জাতটি সারাদেশে রবি মৌসুমে আবাদযোগ্য। এর জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন, স্থানীয় জাতের সমান। বীজ বেশ বড় এবং ডালে বিষাক্ত রাসায়নিক পরিমাণ (BOM) ০.০০৬ মিঃ গ্রাম/গ্রাম যা স্থানীয় জাতের চেয়ে ৮৬.৬% কম। ফলন স্থানীয় জাতের চেয়ে গবেষণা ফর্মে প্রায় ৪০% বেশী এবং অনফার্ম ট্রায়াল-এ স্থানীয় জাতের প্রায় সমান পাওয়া গেছে। উপাত্ত যাচাই কালে দেখা যায় বারি খেসারী-(৮৬০৩) এং বারি খেসারী- ২ (৮৬১২) প্রার্থী জাত দু'টি একই প্যারেনটেজ হতে উদ্ভাবিত এবং এদের গাছের ফলের বৈশিষ্ট প্রায় একই রকম। গাছ বা বীজের মিশ্রণ হলে আলাদা করার কোন উপায় নেই। এ দু'টি জাতের মধ্যে ৮৬১২ এর বিষাক্ত রসায়নিকের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। সদস্যগণ বারি খেসারী-২ (৮৬১২) কে বারি খেসারী-১ নামে ছাড়করণের পক্ষে মত দেন এবং প্রস্তাবিত বারি খেসারী-১ (৮৬০৩) এর উপকূলীয় অঞ্চলে আবাদ উপযোগিতাসহ অন্যান্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৬.২ ক) সর্বনিম্ন বিষাক্ত রাসায়নিকের পরিমাণ সম্পন্ন লাইন ৮৬১২ কে বারি খেসারী-১ নামে সারাদেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে অনুমোদন প্রদানের সুপারিশ করা হলো।

খ) লাইন ৮৬০৩ এর উপকূলীয় অঞ্চলে আবাদ উপযোগীতা ও অন্যান্য পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর পূর্ণাঙ্গ উপাত্তসহ পুনঃ আবেদনের ব্যবস্থা নিতে উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানকে বলা হলো।

৬.৩ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত ধান ফসলের জাত অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কো-অর্ডিনেটেট জেনেটিক রিসার্চ ফর ক্রপ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট একটি ধানের জাত ছাড়করণের জন্য আবেদন করেছে। প্রার্থী জাতের বিবরণ ও সিদ্ধান্ত নিম্নে দেয়া হলো।

৬.৩.১ বাউ ধান-২ (বাউ-১৬) ঃ

জাতটি নাইজার শাইল এবং ইরি ৫৭৮-২-২ এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি সারাদেশে আমন মৌসুমে আবাদযোগ্য। এর জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। গড় ফলন ৪.০৮ টন/হেঃ দানা আকর্ষণীয় সোনালী রংয়ের। চালের প্রটিনের পরিমাণ বিআর-১১ এবং বিআর-২৫ অপেক্ষা কম। তবে এ্যামাইলোজের পরিমাণ বেশী। আবেদনের সংগে উপাত্ত এলোমেলো ভাবে উপস্থাপন করার ফলে এর ভাল বা খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সদস্যগণকে প্রার্থী জাতের গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্রিডার সভায় উপস্থিত না থাকতে পারায় জাতটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হতে পারেনি। এ কারণে সকল সদস্য জাতটি ছাড়করণের বিষয়ে পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভা পর্যন্ত মূলতবী রাখার মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৬.৩ ক) প্রার্থী জাত বাউ ধান-২ ছাড়করণের বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখা হলো। পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং ব্রিডার কে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হলো।

আলচ্য বিষয়-৭ বিবিধঃ প্রকৃত আলু বীজের জাত অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র প্রকৃত আলু বীজের দু'টি জাতের জন্য একটি আবেদনপত্র আলোচনা ও বিবেচনার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে দেন। সভাপতি মহোদয় আবেদনটি সম্পূর্ণ এবং নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা জানতে চান। এ পর্যায়ে ডঃ নজমুল হুদা বলেন জাত দু'টির বীজ বিএডিসি গত বৎসর আমদানী করে তাদের খামারে কিছু আবাদ করেছে এবং চাষীদের মাঝে এর বীজের চাহিদা আছে। এ বৎসর বিএডিসি আরও বীজ আমদানী করতে যাচ্ছে। এর আমদানী ও ব্যবহারের ব্যাপারে নির্ধারক মহলে আগ্রহ আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) জাত ছাড়করণের জন্য কোন অসম্পূর্ণ আবেদন করিগরী কমিটিতে কোন অবস্থাতেই উত্থাপন না করতে কমিটির সদস্য-সচিবকে বলা হলো।

খ) অসুবিধা হলে মূল্যায়নের জন্য অনুমোদিত ছক ফসলের ভিন্নতা সাপেক্ষে ফসলওয়ারী পরবর্তীতে সমন্বয় করা যেতে পারে।

গ) একমাস পরে প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণের সার্বিক আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ সভা হতে পারে এবং ঐ সভায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

স্বাক্ষর
(গোলাম আহমেদ)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বাক্ষর
(ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ

৮-৫-৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৭তম সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	ডঃ এম এ হামিদ মিয়া সদস্য-পরিচালক(শস্য), ভারপ্রাপ্ত	বিএআরসি
২।	ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (গবেষণা)	বিআরআরআই
৩।	মোঃ গোলাম রসূল সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার	তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৪।	মোঃ নুরুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (প্রোগ্রাম)	বিএডিসি
৫।	আনোয়ারুল হক (ভিপি)	এসএসবি
৬।	মোঃ নাসির উদ্দিন ভূঁইয়া দল নেতা, মূল্যায়ন টিম ও অতিরিক্ত পরিচালক, (সরেজমিন)	ডিএই ডিএই
৭।	ডঃ লুৎফুর রহমান	বিএইউ
৮।	সাদেকা আওরংগজেব পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	বিজেআরআই
৯।	ডঃ মোঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়
১০।	ডঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ পরিচালক	বিনা
১১।	ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী পরিচালক	এসআরটিআই
১২।	মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন পরিচালক	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

Cultivation status report of different varieties of rice in Bangladesh in the year, 1993-94.

Crops	Sl. No	Vareity	Area in acre	%
1	2	3	4	5
AUS (HYV)	1.	BR-3	334226	21.44
	2.	BR-1	232080	14.89
	3.	BR-14	221020	14.18
	4.	BR-9	136696	8.77
	5.	BR-2	130260	8.36
	6.	Purbachi	122210	7.80
	7.	BR-8	63438	4.07
	8.	BR-21	55252	3.54
	9.	IR-8	39902	2.56
	10.	BR-16	18392	1.18
	11.	BR-12	13249	0.85
	12.	BR-15	11222	0.72
	13.	BR-7	7794	0.50
	14.	IR-50	7700	0.49
	15.	BR-20	7014	0.45
	16.	Parija	62267	4.00
	17.	IR-28	5000	0.32
	18.	BR-23	3117	0.20
	19.	Parija	2182	0.14
	20.	BR-6	1945	0.12
	21.	Iratom-24	1350	0.08
	22.	Usha	1675	0.11
	23.	Ratna	1091	0.07
	24.	IR-20	30	-
	25.	Swarna	05	-
	26.	Others	79559	5.11
AUS (HYV)	**Total**	-	**1558676**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
AUS (LIV)	1.	Hasikalmi	883567	26.39
	2.	Dharial	312800	9.34
	3.	Kataktara	261340	7.81
	4.	Parangi	222145	6.63
	5.	Saitta	154878	4.63
	6.	Kalomanik	103129	3.08
	7.	Marichabati	70018	2.09
	8.	Dumra	64900	1.94

	9.	Narikel Zuri	51003	1.52
	10.	Matirchak	48366	1.45
	11.	Falbadami	44532	1.33
	12.	Laksmilata	42182	1.26
	13.	Goria	38372	1.15
	14.	Ausbaka	37940	1.13
	15.	Bailam Aus	35266	1.05
	16.	Kola	32450	0.97
	17.	Soni	31878	0.95
	18.	Chengri	24712	0.74
	19.	Karandhal	24379	0.74
	20.	Others	864247	25.82
AUS (LIV)	**Total**	-	**33,48,104**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
B.AMAN (HYV)	1.	Habigonj-4-20-22	6000	100
	Total		**6000**	**100**
B.Aman(LIV)	1.	Dhala Aman	163101	9.27
	2.	Laksmidigha	129500	7.35
	3.	Habi-12	104115	5.91
	4.	TilBajal	95100	5.49
	5.	Ajaldigha	81066	4.61
	6.	Hijaldigha	51250	2.91
	7.	Bazal	19424	1.10
	8.	Saitta	25000	1.42
	9.	Others	1091762	62,03
	Total	-	**1760318**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
	1.	BR-3	1440348	25.00
BORO (HYV)	2.	BR-14	1164929	20.22
	3.	Purbachi	626653	10.87
	4.	BR-1	425130	7.38
	5.	IR-8	231592	4.02
	6.	Ratna	214249	3.71
	7.	Pajam	174515	3.03
	8.	BR-8	145548	2.53
	9.	Parija	207978	3.51
	10.	BAU-63	118636	2.06
	11.	BR-16	130616	2.27

12.	BR-11	111704	1.94
13.	BR-9	105654	1.83
14.	Iratom	120793	2.09
15.	Usha	88023	1.53
16.	BR-24	45800	0.80
17.	BR-12	42944	0.75
18.	BR-10	38765	0.67
19.	Habigong	34208	0.59
20.	BR-15	33449	0.58
21.	BR-17	31296	0.54
22.	BR-19	29342	0.51
23.	BR-18	27132	0.47
24.	BR-4	4705	0.17
25.	BR-2	9263	0.16
26.	BR-6	54259	0.94
27.	Swarna	1650	0.03
28.	IR-50	12206	0.21
29.	BR-5	97	0.00
30.	Taifa	20,000	0.35
31.	BR-7	16110	0.28
32.	579 (Indian)	6890	0.12
33.	IR-20	11189	0.19
34.	BR_20	10	-
35.	Others	30031	0.53
Total		**57,60,713**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
BORO (LIV)	1.	Tepi	140213	16.41
	2.	Khaiya	126807	14.85
	3.	Kaliboro	98749	11.57
	4.	Jagal	57059	6.68
	5.	Saitta	56736	6.65
	6.	Gosi	45335	5.31
	7.	Sunga	3.458	3.57
	8.	Akhnisail	30,000	3.52
	9.	Chaity Boro	19906	2.52
	10.	Murali	4000	0.47
	11.	Shailboro	4000	0.47
	12.	Others	240465	28.16
	Total		**853728**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
AMAN (HYV)	1.	BR-11	3415040	49.86
	2.	BR-10	1056032	15.42
	3.	Pajam	6273671	9.16
	4.	BR-3	602789	8.80
	5.	BR-14	193663	2.83
	6.	BR-4	180547	2.64
	7.	BR-23	143749	2.10
	8.	BR-2	119857	1.75
	9.	Swarna	99739	1.46
	10.	IR-20	64709	0.95
	11.	BR-5	47064	0.69
	12.	BR-8	27061	0.40
	13.	BR-20	20392	0.30
	14.	BR-1	14820	0.22
	15.	BR-12	7898	0.12
	16.	Indian	10433	0.15
	17.	Binasail	4038	0.06
	18.	Parija	2244	0.03
	19.	Purbachi	2069	0.03
	20.	BR-6	1399	0.02
	21.	BR-21	1190	0.02
	22.	Nayapajam	490	-
	23.	IR-50	379	-
	24.	IR-8	296	0.02
	25.	BR-9	250	-
	26.	IR-5	20	-
	27.	BR-26	16	-
	28.	Others	57532	0.84
	Total		**6848990**	**100**

Crops	Sl. No	Variety	Area in acre	%
1	2	3	4	5
AMAN (LIV)	1.	Nazirsail	449330	9.93
	2.	Moirgal	393693	8.70
	3.	Latisail	229475	5.07
	4.	Indrosail	127145	2.81
	5.	Rajasail	099336	2.19
	6.	Kajalsail	97500	2.16
	7.	Balam	54079	1.20
	8.	Binni	44634	0.99
	9.	Kartiksail	033000	0.73
	10.	Panisail	30000	0.67

11.	Agurpak	25000	0.56
12.	Kalijira	25155	0.56
13.	Lalbalam	22825	0.51
14.	Sapahar	20500	0.46
15.	Gainda	20049	0.44
16.	Bosi	16257	0.36
17.	Basful	14130	0.31
18.	Badshabhog	11348	0.25
19.	Katribhog	06045	0.14
20.	Others	2818828	62.25
Total		**4528379**	**100**

SUMMERY OF STATUS REPORT

Sl No.	Name of Crops	HYV-Area In acre	LV-Area in acre	Total (acre)
1.	AUS	15,58,676	33,48,104	49,06,780
2.	AMAN	68,48,990	45,28,379	1,13,77,369
3.	B.AMAN	6,000	17,60,318	17,66,318
4.	BORO	57,60,713	8,53,728	66,14,441
	Total	**1,41,74,379**	**1,04,90,429**	**2,46,64,908**

PROPOSED FIELD AND SEED STANDARD OF BARLEY *(Hordeum valgarel)*

Field Standard

Criteria:	Breeder	Foundation	Cretified
1. Isolation deistance (Metre)	3.00	3.00	3.00
2. Other Varieties (Max.%)	-	0.15	0.50
3. Other crops (Max.%)	-	0.05	0.10
4. Obnoxious weeds (Max.%)	-	0.05	0.10
5. Diseases (Infection by seed-borne) pathogen: Max.No. of infected plants).			
I) Loose smut *(Ustilago tritici)* (Seeds should be collected after roguing out all infected plants)	0.60	10 plants/ha	25 plants/ha

Seed Standard

Criteria:			
1. Pure seed (Min.%)	99.0	98.50	98.00
2. Seed of other crops (Max%)	-	0.50	0.50
3. Obnoxious weed seed (Max.No)-	10kg	12kg	
4. Inert materials (Max.%)	1.00	1.00	1.50
5. Germination (Min.%)	90.00	80.00	80.00
6. Moisture content (Max.%)	12.00	12.00	12.00
7. Diseases (Infection by seed-borne pathogen : Max.% of infected seeds).			
II) Loose smut (Ustilago tritici).	0.10	0.11	0.50

PROPOSED FIELD AND SEED STANDARD OF KENAF (*Hibiscus cannabinus L.*) AND MESTA (*H. sabdariffa L.*)

Field Standard

Criteria:	Breeder	Foundation	Certified
1. Isolation distance (Metre) For H. cannabinus and H. sabdoniffa	60 60	40	
2. Other varieties (Max.%)	0.00	0.00	0.00
3. Other crops (Max.%)	0.00	0.00	0.00
4. Obnoxious weeds (Max.%)	0.00	0.00	0.00
5. Disease (Infection by seed-borne) pathogen: Max. No. of infected. plants.% Stem rot *(Macrophomina phaseolina)*	0.00	1.00	2.00

Seed standard

Criteria:			
1. Pure seed (Min.%)	9.50	99.00	98.00
2. Seed of other crops (Max No.)	0.00	0.00	0.00
3. Obnoxious weed seeds (Max No.)	0.00	0.00	0.00
4. Inert materials (Max.%)	0.50	1.00	2.00
5. Germination (Min.%)	90 80	80	
6. Moisture content (Max.%)	10 10	10	
7. Diseases (Infection by seed-borne) pathogen. Max. of infected seeds,% macrophomina phaseolina)	0.00	1	2